করিয়া একটা পরিমাণ ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল—টাকা চাই! এই এতগুলি। ঘর করব। বুঝেছ?

শ্রীহরি কথাটা গ্রাহ্য করিল না, প্রশ্ন করিল—কিসের দরখাস্ত হচ্ছে রে?

—ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের কাছে। ঘর পুড়ে গিয়েছে—তাই।

শ্রীহরি শুনিবামাত্র অকারণে চমকিয়া উঠিল, পরক্ষণেই মুখখানা ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়া চাপা গলায় বলিল,—তাই আমাকে সুবে করে দরখাস্ত করেছে বুঝি শালা ডাক্তার? শালাকে—

দুর্গার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে শ্রীহরিকে চেনে। ছিরু পাল ছোট খোকার মত দেয়ালা করিয়া অকারণে চমকিয়া উঠে না। স্থির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছিরুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই অপরাধীকে চিনিয়া ফেলিল এবং বলিল, হ্যাঁ গো, তুমিই যে দিয়েছ আগুন!

শ্রীহরি হাসিয়া বলিল,—কে বললে দিয়েছি। তুই দেখেছিস? সে আর কথাটা দুর্গার কাছে গোপন করিতে চাহিল না।

দুর্গা বলিল,—ঠাকুর ঘরে কে-রে? না, আমি তো কলা খাই নাই। সেই বৃত্তান্ত। হ্যাঁ দেখেছি বৈকি আমি।

—চুপ কর, এতগুলো টাকাই দোব আমি।

দুর্গা আর উত্তর করিল না। ঠোঁট বাঁকাইয়া বিচিত্র দৃষ্টিতে শ্রীহরির দিকে মুহূর্তের জন্য চাহিয়া দেখিয়া আপন পথে চলিয়া গেল। দন্তহীন মুখে হাসিয়া ছিরু তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

আট

দুর্গা বেশ সুশ্রী সুগঠন মেয়ে। তাহার দেহবর্ণ পর্যন্ত গৌর, যাহা তাহাদের স্বজাতির পক্ষে যেমন দুর্লভ তেমনি আকস্মিক। ইহার উপর দুর্গার রূপের মধ্যে এমন একটা বিস্ময়কর মাদকতা আছে, যাহা সাধারণ মানুষের মনকে মুগ্ধ করে মত্ত করে—দুনিবারভাবে কাছে টানে।

পাতু নিজেই দ্বারকা চৌধুরীকে বলিয়াছিল—আমার মা-হারামজাদীকে তো জানেন? হারামজাদীর স্বভাব আর গেল না।

দুর্গার রূপের আকস্মিকতা পাতুর মায়ের সেই-স্বভাবের জীবন্ত প্রমাণ।

এই স্বভাব দমনের জন্য কোন কঠোর শাস্তি বা পরিবর্তনের জন্য কোন আদর্শের সংস্কার ইহাদের সমাজে নাই! অনর্গল উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বামীরা পর্যন্ত

দেখিয়াও দেখে না। বিশেষ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত যদি উচ্চবর্ণের স্বচ্ছল অবস্থার পুরুষ জড়িত থাকে তাহা হইলে তো তাহারা বোবা হইয়া যায়। কিন্তু দুর্গার উচ্ছৃঙ্খলতা সে-সীমাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে! সে দুরন্ত স্বেচ্ছাচারিণী; ঊর্ধ্ব বা অধঃলোকের কোন সীমাকেই অতিক্রম করিতে তাহার দ্বিধা নাই। নিশীথ রাত্রে সে কঙ্কণার জমিদারের প্রমোদভবনে যায়, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে সে জানে; লোকে বলে দারোগা, হাকিম পর্যন্ত তাহার অপরিচিত নয়। সেদিন ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান মুখার্জী সাহেবের সহিত সে গভীররাত্রে পরিচয় করিয়া আসিয়াছে, দফাদার শরীর রক্ষীর মত সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। দুর্গা ইহাতে অহঙ্কার বোধ করে, নিজেকে স্বজাতীয়দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে; নিজের কলঙ্ক সে গোপন করে না। এ স্বভাবের জন্য লোকে দায়ী করে তাহার মাকে। তাহার মা নাকি কন্যাকে স্বামী পরিত্যাগ করাইয়া এই পথ দেখাইয়া দিয়াছে! কিন্তু দায়ী তাহার মা নয়। তাহার বিবাহ হইয়াছিল কঙ্কণায়। দুর্গার শাশুড়ী কঙ্কণার এক বাবুর বাড়ীতে ঝাড়ুদারণীর কাজ করিত। একদিন শাশুড়ীর অসুখ করিয়াছিল—দুর্গা গিয়াছিল শাশুড়ীর কাজে। বাবুর বাড়ীর চাকরটা সকল কাজের শেষে তাহাকে ধমক দিয়া বাবুর বাগান-বাড়ী ঝাঁট দিবার জন্য একটা নির্জন ঘরে ঢুকাইয়া দিয়াছিল। ঘরটা কিন্তু নির্জন ছিল না। জনের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং গৃহস্বামী বাবু। সন্ত্রস্ত হইয়া দুর্গা ঘোমটা টানিয়া দরজার দিকে ফিরিল, কিন্তু একি? এ যে—বাহির হইতে দরজা কে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।—

ঘণ্টাখানেক পরে সে কাপড়ের খুঁটে-বাঁধা পাঁচ টাকার একখানি নোট লইয়া বাড়ী ফিরিল। আতঙ্কে, অশান্তিতে ও গ্লানিতে এবং সেই সঙ্গে বাবুর দুর্লভ অনুগ্রহ এই ও অর্থপ্রাপ্তির আনন্দে—পথ ভুল করিয়া, সেই পথে পথেই সে পলাইয়া আসিয়াছিল আপন মায়ের কাছে। কারণ সে বাবুর কাছে শুনিয়াছিল এই যোগসাজশটি তাহার শাশুড়ীর। সব শুনিয়া মায়ের চোখেই বিচিত্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল;—একটা উজ্জ্বল আলোকিত পথ সহসা যেন তাহার চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সেই পথই সে কন্যাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, যাক, আর শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে না। তাহার পর হইতে দুর্গা সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছে। সেই পথেই আলাপ হইয়াছে ছিরু পালের সঙ্গে।

ছিরু পালের সহিত দুর্গার আলাপ অনেক দিনের; কিন্তু সম্বন্ধটা একান্তভাবে দেওয়া-নেওয়ার সীমানার মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ। তাহার প্রতি এতটুকু কোমলতা কোনদিন তাহার ছিল না। আজ এই নূতন আবিষ্কারে তাহার প্রতি দুর্গার দারুণ ঘৃণা ও আক্রোশ জন্মিয়া গেল। পাতুর সহিত তাহার যতই বিরোধ থাক, জাতি-জ্ঞাতিদের যতই সে হীন ভাবুক—আজ তাহাদের জন্য সে মমতাই অনুভব করিল। সারাপথ সে কেবলি ভাবিতে লাগিল—ছিরু পালের মদের সঙ্গে গরুমারা-বিষ মিশাইয়া দিলে কেমন হয়?

—ডাক্তার কি বললে, গাছ বেচবে?—প্রশ্নটা করিল দুর্গার মা। চিন্তা করিতে করিতে দুর্গা কখন যে আসিয়া বাড়ী পৌঁছিয়াছে—খেয়াল ছিল না।

সচকিত হইয়া দুর্গা উত্তর দিল—না।

—বেচবে না?

—জিজ্ঞাসা করি নাই।

—মরণ! গেলি কানে তবে ঢং করে?

দুর্গা একবার কেবল তির্যক তীব্র দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল, কথার কোন জবাব দিল না। হয়তো কোন প্রয়োজন বোধ করিল না।

কন্যার দেহবিক্রয়ের অর্থে যে মা বাঁচিয়া থাকে তাহার কাছে এ তীব্র দৃষ্টির শাসন অলঙ্ঘনীয়। দুর্গার চোখের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি দেখিয়া মা সঙ্কুচিত হইয়া চুপ করিয়া গেল; কিছুক্ষণ পর আবার বলিল—হামদু স্যাখ পাইকার এসেছিল।

দুর্গা এবারও কথার উত্তর দিল না।

মা আবার বলিল—আবার আসবে, ধর্মরাজতলায় পাড়ার লোকের সঙ্গে কথা কইছে।

দুর্গা এবার বলিল—ক্যানে? কি দরকার তার? আমি বেচব না গরু-ছাগল। দুর্গার একপাল ছাগল আছে, কয়েকটা গাই এবং একটা বলদ-বাছুরও আছে!

হামদু সেখ পাইকার গরু-বাছুর কেনা-বেচা করিয়া থাকে। সুতরাং অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া সেখ নিজেই ছুটিয়া এ-পাড়ায় আসিয়াছে। এখন এই পাড়ায় অনেকে ছাগল-গরু বেচিবে। এ পাড়ায় সে ছাগল-গরু কেনে; প্রয়োজন হইলে চার আনা আট আনা হইতে দু'চার টাকা পর্যন্ত অগ্রিমও দেয়। পরে ছাগল-গরু লইয়া টাকাটা সুদ সমেত শোধ

লইয়া থাকে। আজও সে আসিয়াছে ছাগল-গরু কিনিতে, দু'একজনকে অগ্রিমও দিবে এত বড় বিপদে এই দারুণ প্রয়োজনের সময় ইহাদের জন্য হামদু কর্জ করিয়া টাকা লইয়া আসিয়াছে। দুর্গার পালিত বলদ-বাছুরটার জন্য হামদু অনেকদিন হইতে তোষামোদ করিতেছে, কিন্তু দুর্গা বেচে নাই। আজ সে আবার আসিয়াছে এবং দুর্গার মাকে গোপনে চার আনা পয়সাও দিয়াছে। সওদা হইলে, পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া আরও চার আনা দিবার প্রতিশ্রুতিও হামদু দিয়াছে। মেয়ের কথাটা মায়ের মোটেই ভাল লাগিল না—খানিকটা ঝাঁঝ দিয়া বলিল—বেচবি না তো, ঘর কিসে হবে শুনি?

—তোর বাবা টাকা দেবে বুঝলি হারামজাদী। আমি আমার শাঁখাবাঁধা বেচব। দুর্গা দুই চারিখানা সোনার গহনাও গড়াইয়াছে; অত্যন্ত সামান্য অবশ্য, কিন্তু তাহাই ইহাদের পক্ষে স্বপ্ন-সাফল্যের কথা।

দুর্গার মা এবার বিস্ফোরক বস্তুর মত ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। কিন্তু দুর্গা তাহাতে দমিবার মেয়ে নয়, সে জিজ্ঞাসা করিল—ক'আনা নিয়েছিস হামদু স্যাখের কাছে? আমি কিছু বুঝি না মনে করেছিস! ধান-চালের ভাত আমি খাই না, লয়?

বিস্ফোরণের মুখেই দুর্গার মা প্রচণ্ড বর্ষণে যেন ভিজিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। সে অকস্মাৎ কাঁদিতে আরম্ভ করিল, প্যাটের মেয়ে হয়ে তু এতবড় কথাটা আমাকে বললি!

দুর্গা গ্রাহ্য করিল না, বলিল থাক, ঢের হয়েছে। এখন দাদা কোথায় গেল বলতে পারিস? বউটাই বা গেল কোথায়?

মা আপন মনেই বিলাপ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, দুর্গার প্রশ্নের উত্তর তাহারই মধ্যেই ছিল—গভ্যে আমার আগুন ধরে দিতে হয় রে! নেকনে আমার পাথর মারতে হয় রে! জ্যান্তে আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারলে রে! যেমন বেটা, তেমুনি বিটী রে। বিটী বলছে চোর। আর বেটা হল স্যাশের বার! স্যাশের লোক তালপাতা কেটে আপন আপন ঘর ঢাকলে, আর আমার বেটা গাঁ ছেড়ে চললো। মরুক, মরুক ড্যাকরা—এই আঘ্রাণের শীতে সান্নিপাতিকে মরুক!

এবার অত্যন্ত রূঢ়স্বরে দুর্গা বলিল—বলি, রান্না-বান্না করবি, না, প্যান-প্যান করে কাঁদবি? পিণ্ডি গিলতে হবে না?

—না, মা রে; আর পিণ্ডি গিলব না, মা রে; তার চেয়ে আমি গলায় দড়ি দোব রে; দুর্গার মা বিনাইয়া বিনাইয়া জবাব দিল।

দুর্গা মুখে কিছু বলিল না, উঠিয়া ঘরের ভিতর হইতে একগাছা গরুবাঁধা দড়ি লইয়া মায়ের কোলের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, লে, তাই দেগা গলায়, যা। তারপর সে পাড়ার মধ্যে চলিয়া গেল আগুনের সন্ধানে।

হরিজন-পল্লীর মজলিসের স্থান—ওই ধর্মরাজ ঠাকুরের বকুলগাছতলা। বহুদিনের প্রাচীন বকুলগাছটি পত্রপল্লবে পরিধিতে বিশাল; কাণ্ডটার অনেকাংশ শূন্যগর্ভ এবং বহুকাল পূর্বে কোন প্রচণ্ড ঝড়ে অর্ধোৎপাটিত ও প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু বিস্ময়ের কথা, সেই গাছ আজও বাঁচিয়া আছে। ইহা নাকি ধর্মরাজের আশ্চর্য মহিমা! এমন শায়িত অবস্থায় কোথায় কোন্ গাছকে কে জীবিত দেখিয়াছে? গাছের গোড়ায় স্তূপীকৃত মাটির ঘোড়া; মানত করিয়া লোকে ধর্মরাজকে ঘোড়া দিয়া যায়; বাবা বাত ভাল করিয়া থাকেন। আশপাশের ছায়াবৃত স্থানটি বারোমাস পরিচ্ছন্নতায় তক্-তক্ করে। পল্লীর প্রত্যেকে প্রতি প্রভাতে একটি করিয়া মাদুলী দিয়া যায়; সেই মাদুলীগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া—গোটা স্থানটাই নিকানো হয়। হামদু সেখ সেইখানে বসিয়া পল্লীর লোকজনের সঙ্গে গরু-ছাগল সওদার দরদস্তুর করিতেছিল। পাঁচ-সাতটা ছাগল, দুইটা গরু অদূরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; সেগুলি কেনা হইয়া গিয়াছে।

পুরুষেরা সকলেই গিয়াছে ভগন ডাক্তারের ওখানে। হামদুর কারবার চলিতেছিল মেয়েদের সঙ্গে। মেয়েরা কেহ মাসী, কেহ পিসী, কেহ দিদি, কেহ চাচী, কেহ বা ভাবী! হামদু একটা খাসী লইয়া এক বাউড়ী ভাবীর সঙ্গে দর করিতেছিল—ইয়ার গায়ে কি আছে, তুই বল ভাবী; সেরেফ্ খালটা আর হাড় ক'খানা। পাঁচ স্যার গোস্তও হবে না ইয়াতে। জোর স্যার তিনেক হবে। ইয়ার দাম পাঁচ সিকা বলেছি—কি অন্যায় বলেছি বল? পাঁচজনা তো রয়েছে—বলুক পাঁচজনায়। আর এই অসময়ে লিবেই বা কে বল্? গরজ এখন তুর, না, গরজ পরের, তু বুঝ কেনে!—বলিতে বলিতেই সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—ও দুগ্‌গা দিদি, শুন্ গো শুন্। তোর বাড়ী পাঁচবার গেলাম। শুন্—শুন্!

দুর্গা আগুনের সন্ধানেই পাড়ায় বাহির হইয়াছিল, সে দূর হইতেই বলিল—বেচব না আমি।

—আরে না বেচিস, শুন্—শুন্। তুকে বেচতে আমি বলি নাই।

—কি বলছ বল?—দুর্গা আগাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।